দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN. 7 .. 1999

পৃঃ ৭ কলাম ৭

440

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি গবেষণা বন্ধ

আনোয়ার আলদীন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি বছর হইতে এমফিল এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আকস্মিক এক সিদ্ধান্তের ফলে এই বছর আর কোন গবেষক কোন শিক্ষকের (১৫শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

গবেষণা বন্ধ

(১ম পৃঃ পর)

অধীনে গবেষণার সুযোগ পাইবেন না। ফলে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনে ইচ্ছুক মেধাবী গবেষক এবং শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়াছে।

জানা যায়ঃ গত ২৩শে মে একাডেমিক কাউন্সিলে স্বল্প সংখ্যক শিক্ষকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় তড়িঘড়ি করিয়া গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয় কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজনেস স্টাডিজ ও আইন অনুষদের বিভাগ এবং ব্যবসায় প্রশাসন, চারুকলা, আধুনিক ভাষা, শিক্ষা ও গবেষণা, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটে এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে দুইটি মিলাইয়া একসঙ্গে একজন তত্ত্বাবধায়ক কোন সময়ে অনধিক এককভাবে ৫ জন অথবা যৌথভাবে ৬ জন গবেষকের তত্ত্বাধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন। বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান ও ফার্মেসী অনুষদের বিভাগ এবং পুষ্টি, খাদ্যবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান গবেষণা ইন্সটিটিউট সমূহে দুইটি মিলাইয়া একসঙ্গে একজন তত্ত্বাববধায়ক কোন সময়ে অনধিক এককভাবে ৪ জন অথবা যৌথভাবে ৬ জন গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে দায়িত্বপালন করিতে পারিবেন। আগামী ১০ই জুলাইয়ের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে বলা হইয়াছে। শিক্ষকরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের অধীনে বর্তমানে ১০ হইতে ২৫ জন এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে গবেষক রেজিষ্ট্রেশন পাইয়াছেন। বর্তমান নিয়মে সর্বোচ্চ ৫ জন রেজিষ্ট্রেশন পাইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৬ বছরের ইতিহাসে এই সিদ্ধান্তের ফলে উচ্চশিক্ষায় ধস নামিবে বলিয়া অনেকে ধারণা করিতেছেন।

কলা অনুষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের চেয়ারম্যান জানান, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভাগীয় কমিটির মতামত পর্যন্ত নেওয়া হয় নাই।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকদের অধীনে ১০-২৫ জন রেজিষ্ট্রেশন পাইলেও অধিকাংশই গবেষণা করেন না। অথচ নূতন নিয়মে রেজিষ্ট্রেশনই বন্ধ করা হইয়াছে।

এই ব্যাপারে ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হইবে।

OF ___ SHEETS